بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
*Press & Media Office*

**প্রেস বিজ্ঞপ্তি**
**১৫ সেপ্টেম্বর ২০২১**

# আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের সঙ্গে ভার্চুয়াল সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করলো মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ইংল্যান্ডের উত্তরাংশ ও স্কটল্যান্ডের সদস্যবৃন্দ

**"... আমি প্রতিনিয়ত বিশ্ববাসীকে বলে চলেছি — রাজনীতিবিদ ও নেতৃবর্গকে — যে, তাদের উচিত নিজেদের মাঝে পরিবর্তন আনা এবং বিশ্বে প্রকৃত ও নিরঙ্কুশ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা, এবং তাদের স্রষ্টা ও অন্যান্য সৃষ্টির প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করা।"**
**— হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)**

১১ সেপ্টেম্বর ২০২১, ইংল্যান্ডের উত্তরাঞ্চল ও স্কটল্যান্ডের মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার (১৫-৪০ বছর বয়সী আহমদী তরুণ-যুবকদের অঙ্গ-সংগঠন) সদস্যদের মধ্য থেকে ১৬ থেকে ১৯ বছর বয়সী ছাত্রদের সঙ্গে এক ভার্চুয়াল (অনলাইন) সভা করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)।

হুযূর আকদাস (যুক্তরাজ্যের) টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে তাঁর কার্যালয় থেকে এ সভার সভাপতিত্ব করেন, আর ছাত্ররা ম্যানচেস্টারের দারুল আমান মসজিদ থেকে এ সভায় যোগদান করেন।

পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত দিয়ে শুরু হয়ে কিছু আনুষ্ঠানিকতার পর মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদস্যবৃন্দ ধর্ম ও সমসাময়িক সমস্যাবলী সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে হুযূর আকদাসকে বেশ কিছু প্রশ্ন করার সুযোগ পান।

ছাত্রদের একজন হুযূর আকদাসকে প্রশ্ন করেন ঘানায় থাকাকালীন মনের আনন্দ বা বিনোদনের জন্য তিনি কী করতেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

**"বিনোদনের জন্য কোন সুযোগ (বা সময়) সেখানে ছিল না। যদিও, সেখানে কাটানো প্রতিটি মুহূর্ত, তা বসে, বা দাঁড়িয়ে, চলন্ত অবস্থায় বা কোন কাজে — যে অবস্থাতেই হোক না কেন, তা সবই ছিল আমার জন্য বিনোদন এবং**

**আমি সেখানে কাটানো প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করেছি। এখানে তোমরা যেসব জিনিস পেয়ে থাকো, সেখানে সে-সময়ে সেগুলো পাওয়া যেতো না। আমাদের টেলিভিশন ছিল না, আমাদের এমনকি রেডিও ছিল না, আর অধিকাংশ সময়ে আমাদের ঘরে আলো জ্বলতো না। সুতরাং, একমাত্র বিষয়, যা আমি আমার কাজ থেকে ফেরার পর আনন্দের জন্য করতে পারতাম তা এই যে, আমার পরিবারের সাথে কিছু সময় কাটানো এবং বই পড়ে কিছু সময় কাটানো।"**

হুযূর আকদাসকে প্রশ্ন করা হয়, ভবিষ্যতে, যখন পশ্চিমা দেশগুলোতে আহমদীয়াত বিস্তার লাভ করবে, সেই সময়ে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ওপর নিপীড়ন অব্যাহত থাকবে কিনা।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

**"যখন আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত পশ্চিমা দেশগুলোতে অথবা এমন সব ধনী দেশগুলোতে ছড়িয়ে পড়বে যাদের নিকট হতে পাকিস্তানি সরকার অথবা গরিব দেশগুলো সাহায্য-সহযোগিতা পেয়ে থাকে, তখন তারা আজকাল আহমদীদের ওপর যে ধরনের নিপীড়ন পরিচালনা করছে, তা থেকে তারা বিরত হবে। রোম-সম্রাট খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করার পূর্ব পর্যন্ত খ্রিস্টানদের ওপর নিপীড়ন-নির্যাতন চলেছে; আর তার খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে ফেলার পর খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে সকল প্রকার নিপীড়ন-নির্যাতন বন্ধ হয়ে যায়। সুতরাং একইভাবে, যদি সেই সময় নাগাদ কতিপয় মুসলিম দেশে বসবাসকারী মুসলমানগণ — তা পাকিস্তানে হোক বা অন্য কোথাও — পশ্চিমা দেশগুলো আহমদীয়া মুসলিম জামা'তকে গ্রহণ করার আগেই যদি নিজেরা [আহমদীয়াত] গ্রহণ না করে, তবে তারা [তাদের এ নিপীড়ন বন্ধ করতে] বাধ্য হবে।"**

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

**"এমনকি এখনও, তারা [আহমদী মুসলমানদেরকে নিপীড়নকারী মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রসমূহ] এসকল পশ্চিমা রাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীল। আর সেই সময়ও [যখন আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত পশ্চিমা দেশগুলোতে ছড়িয়ে পড়বে] তারা এসকল পশ্চিমা রাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীল থাকবে। যতদিন তারা এসব দেশের ওপর নির্ভরশীল থাকবে, তাদেরকে সেই সকল কথার অনুসরণ করতে হবে যা এই দেশগুলো বলবে। সেই এক ও সর্বশক্তিমান খোদা তাদের খোদা নন। যদিও তারা দাবি করে যে, তারা এক-অদ্বিতীয় খোদায় বিশ্বাসী, কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে, তাদের খোদা হলো এইসব পশ্চিমা রাষ্ট্র, যাদের পশ্চাদনুসরণ তারা করে থাকে।"**

স্কটল্যান্ডের আরেক যুবক হুযূর আকদাসের নিকট এ বিষয়ে তার চিন্তার কথা জানতে চান যে, স্কটল্যান্ড একটি স্বাধীন দেশে পরিণত হবে কিনা, এবং স্কটল্যান্ডে হুযূর আকদাসের প্রিয় দর্শনীয় স্থান কোন্‌টি।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

**"আমি একজন রাজনীতিবিদ নই। আমার বিশ্বাস এই যে, বর্তমান বিশ্ব-পরিস্থিতিতে, স্কটল্যান্ড, ইংল্যান্ড, ওয়েল্‌স ও (উত্তর) আয়ারল্যান্ডের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা সমবেতভাবে একতাবদ্ধ হয়ে এক পতাকার নিচে এক দেশ হিসেবে বাস করার মধ্যে নিহিত। সেটাই উত্তম হবে।"**

স্কটল্যান্ডে তাঁর প্রিয় দর্শনীয় স্থান সম্পর্কে প্রশ্নের প্রসঙ্গে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

**"স্কটল্যান্ডের হাইল্যান্ড্‌সে একটি জায়গা আছে যার নাম পোর্টনেলিয়ান, যেখানে আমি সফর করেছি এবং কিছু সময় কাটিয়েছি। সেই জায়গাটি আমার পছন্দ। পিটলখরি রয়েছে, যেখানে একটি নদী ও নৌকা রয়েছে, আর ফলকার্ক হুইল রয়েছে। হাইল্যান্ড্‌সে একে ছাড়িয়ে, লেকগুলো রয়েছে, আরো কত কিছু রয়েছে সেখানে। স্কটল্যান্ড সত্যিই সুন্দর একটি এলাকা। যেখানেই আমি গিয়েছি, যে স্থানগুলো দেখেছি, সেগুলো সবই অত্যন্ত সুন্দর।"**

আরেক জন ছাত্র হুযূর আকদাসের নিকট বর্তমান বিশ্ব-পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণ জানতে চান।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

**"যেদিকেই তুমি তাকাবে, সেদিকে নৃশংসতা চলমান, নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতা সংঘটিত হয়ে চলেছে — সেগুলো দরিদ্র দেশগুলোর ওপর বড় বড় শক্তি দ্বারাই হোক বা মুসলিম উম্মাহ্‌র মাঝেই দুটো দেশের মধ্যে হোক কিংবা ছোট ছোট দুটো দেশের মধ্যেই হোক। সুতরাং, চারিদিকে বিশৃঙ্খলা। আমাদেরকে বিশ্ববাসীকে অনুধাবন করাতে হবে (খোদার প্রতি এবং একে অপরের প্রতি) তাদের কর্তব্য কী। এটি একজন আহমদী মুসলমানের দায়িত্ব, এবং এটি আমাদের কাঁধে অর্পিত এক মহান দায়িত্ব। এ কারণেই আমি প্রতিনিয়ত বিশ্ববাসীকে বলে চলেছি — রাজনীতিবিদ ও নেতৃবর্গকে — যে, তাদের উচিত নিজেদের মাঝে পরিবর্তন আনা এবং বিশ্বে প্রকৃত ও নিরঙ্কুশ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা, এবং তাদের স্রষ্টা ও অন্যান্য সৃষ্টির প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করা। অন্যথায়, কী হতে চলেছে তার বিষয়ে কোন নিশ্চয়তা নেই, আর আমরা যা দেখছি তা এই বিশ্বের জন্য একটি অত্যন্ত অন্ধকার ও নৈরাশ্যপূর্ণ পরিণতি।"**